

## বাংলাদেশে ২১ আগস্টের প্রভাব

কুদ্দুস খান

গত ২১ আগস্টের ঘটনার প্রেক্ষিতে Economist of London এর ঢাকাস্থ প্রতিনিধি বাংলাদেশকে বিশৃংখল (anarchy) দেশ হিসাবে চিত্রায়িত করেছেন। আর একথা যদি সত্য সত্যিই বিদেশী দেশগুলো বিশ্বাস করতে শুরু করে, তাহলে বাংলাদেশকে আধুনিক ও উন্নত বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবেই বেচে থাকতে হবে। আমরা সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। আমরা এখন দেখতে চাই বাংলাদেশে বিরাজমান পরিস্থিতি নিয়ে Economist কি বলতে চায়? এই পত্রিকার রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই Economist-500 এর বার্ষিক রিপোর্ট তৈরী হবে, সেই রিপোর্ট ই হবে বহির্বিশ্ব থেকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অনুদান ও বিদেশী পুজি বা FDI বিনিয়োগ করার পলিসির ভিত্তি। এমনকি ছোট-খাট বিদেশী ইনভেস্টমেন্টের পলিসিগত ভিত্তিও হবে ইকনোমিস্টের-৫০০ এই রিপোর্টটি। আমেরিকান কংগ্রেস, ইউরোপীয় পার্লামেন্ট এবং অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারক নেতাগন, নিজ নিজ দেশের অর্থনৈতিক অনুদানের ক্ষেত্রেও এই রিপোর্টের উপর অনেকটাকানি নির্ভরশীল। বিশ্বের সব ব্যাঙ্ক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের বিনিয়োগ পলিসিও এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই করে থাকে। ইকনোমিস্টের প্রতিবেদক ২৩ শে আগস্ট ঢাকা থেকে লন্ডনে ইকনোমিস্টের অফিসে পাঠানো এক ফ্যাক্স বার্তার মাধ্যমে বলেন ***'IS BANGLADESH slithering into anarchy? This week, the country was paralysed by strikes, and tens of thousands of people took to the streets after an assassination attempt against the opposition leader and former prime minister, Sheikh Hasina, on August 21st. Witnesses said eight grenades were hurled from the roofs of neighbouring buildings towards the lorry from which she was addressing a crowd 20,000 strong in the capital, Dhaka. At least 18 people were killed and hundreds more injured. Sheikh Hasina's sari was splattered with their blood...The Awami League called two days of strikes, which brought the country to a halt. More protests, and violence, are expected.'***

ইকনোমিস্ট ২১ ঘটনার জন্য সরকারকে সরাসরি দায়ী করেনি বটে, তবে ইকনোমিস্ট মনে করে বেগম খালেদা জিয়ার সরকার দেশের আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে বিরোধী দল আওয়ামীলীগ বা তার নেত্রীর প্রতি ইকনোমিস্টের বিশেষ কোন পক্ষপাত (আইন শৃংখলা বিষয়ে) রয়েছে। ইকনোমিস্ট মনে করে বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা রাজনীতিকে ব্যক্তিগত কোন্দল পর্যায়ে নিয়ে এসে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসাবে পরস্পরকে শ্রদ্ধা না করে একে অপরকে শত্রু হিসাবে প্রতিপন্ন করে থাকেন। ***The country is presently governed by Khaleda Zia, whose Bangladesh Nationalist Party won a landslide victory over Sheikh Hasina Wajed, the prime minister, in Bangladesh's 2001 election. The two women are locked in an intense personal feud; Sheikh Hasina, who leads the opposition Awami League, rejected the election result. An assassination attempt against her in August 2004 epitomises the chaotic political scene.***

আমরা কিছু দিন আগে একটি প্রতিবেদনে বাংলাদেশকে **failed** বা ব্যর্থ রাষ্ট্র বলেছিলাম। এখন আরও এক ধাপ এগিয়ে বাংলাদেশ কে **collapsed** রাষ্ট্র বলা যেতে পারে। **collapsed** এমনই রাষ্ট্র যার অস্তিত্ব শুধু নামে আছে বটে কিন্তু কার্যক্রমে নেই। অর্থাৎ একটি স্বাধীন স্বত্ত্বা থাকলেও রাষ্ট্র বিজ্ঞানের সংজ্ঞা হিসেবে একটি গতিশীল রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক গতিশীলতা নেই। **collapsed** রাষ্ট্রে একটি সরকার থাকে বটে কিন্তু রাষ্ট্রের উপর তাদের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে বেগম খালেদা জিয়া, বাংলাদেশ নামক একটি রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী বটে কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর তিনি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছেন। প্রশাসনের উপর বেগম খালেদা সরকারের দুর্বল নিয়ন্ত্রণ, বিদেশী সরকারগুলো বিশেষ করে আমেরিকা, ব্রিটেন ও অস্ট্রেলিয়ার সরকার টের পেয়েছে। এই তিনটি সরকার বাংলাদেশ তাদের নিজ নিজ দেশের নাগরিকদের নিরাপত্তাজনিত কারণে ভ্রমণ করতে নিষেধ করেছেন। এই ধরনের নোটিশের ফল কখনই শুভ হয়না। কেননা এর ফলে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী মহলে সব সময়েই খারাপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ইতি মধ্যেই বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ কিংবা আভ্যন্তরিন ব্যবসায় খারাপ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। ভারতীয় টাটা কোম্পানীর প্রধান নির্বাহী ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ সফরের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেছেন। এই সফর ছিল মূলত ব্যবসায়িক সফর। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ভারতীয় টাটা কোম্পানীর প্রধান নির্বাহী রতন টাটা বাংলাদেশে প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করার কথা ঘোষণা করেছিলেন। এই সফরের উদ্দেশ্যই ছিল বাংলাদেশে এই বিরাট অংকের টাকা

বিনিয়োগ বিষয়ক চুক্তি করা। মিঃ টাটার বাংলাদেশ সফর বাতিল হবার কারণে বাংলাদেশে একটি বিশাল অংকের বিনিয়োগ এখন অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে।

“আওয়ামী লীগের জনসভায় নৃশংস গ্রেনেড হামলায় সন্ত্রাস কূটনীতিক ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা তাদের পূর্বনির্ধারিত ঢাকা সফর বাতিল করেছেন। অপরদিকে ব্যবসায়িক এবং অন্যান্য প্রয়োজনে দেশে অবস্থানরত বিভিন্ন বিদেশী প্রতিনিধিদল ও ব্যক্তি তাদের সফরসূচি সংক্ষিপ্ত করে দেশে ফিরে যাচ্ছেন। রাজধানীর বিভিন্ন হোটেল ও দূতাবাস সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। বিদেশী কূটনীতিক এবং ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের তাদের পূর্বনির্ধারিত বাংলাদেশ সফর বাতিলের বিষয়টি দেশের ইমেজ ক্ষুণ্ণ করবে বলে সংশ্লিষ্টরা মন্তব্য করেছেন।।

রাজধানীর বিভিন্ন হোটেল সূত্রে জানা গেছে, আওয়ামী লীগের সমাবেশে ভয়াবহ গ্রেনেড হামলা এবং পরবর্তী পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে গত কয়েক দিনে তাদের অনেক রিজার্ভেশন বাতিল হয়ে গেছে, বাতিল হয়ে গেছে পূর্বনির্ধারিত বিভিন্ন কর্মসূচিও। হোটেলগুলো জানিয়েছে, ২১ আগস্টের ঘটনার পর তাদের হোটеле অবস্থানরত বিভিন্ন বিদেশী এবং প্রতিনিধিদল তাদের সফরসূচি সংক্ষিপ্ত করে বাংলাদেশ ত্যাগ করেছেন। হোটেলগুলো জানিয়েছে, গ্রেনেড হামলা এবং পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে তাদের ব্যবসা ৫০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। কক্ষগুলোর প্রায় ৫০ ভাগই বর্তমানে খালি পড়ে আছে বলে তারা জানান। গ্রেনেড হামলার পর যে সব বিদেশী কূটনীতিক এবং ডেলিগেশন বাংলাদেশে তাদের পূর্ব নির্ধারিত সফর বাতিল করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কুয়েতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আল সেলিম আল সাবা। গত ২৩ আগস্ট তার বাংলাদেশ সফরে আসার কথা ছিল। শেখ মোহাম্মদ আল সেলিম আল সাবার বাংলাদেশ সফর বাতিল প্রসঙ্গে গতকাল মঙ্গলবার কুয়েত দূতাবাসের কাছে জানতে চাইলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা বলেন, কুয়েতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তার নির্ধারিত বাংলাদেশ সফর বাতিল করেছেন। তবে সফর বাতিলের কারণ সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত জানাতে অস্বীকৃতি জানান।

হোটেল শেরাটন কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে জানান, কুয়েতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ঢাকা আগমন উপলক্ষে আমাদের হোটেলেরে রিজার্ভেশন দেন। কিন্তু গত ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলার পর ঐ রিজার্ভেশন বাতিল করা হয়। আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হোটেল সোনারগাঁও, শেরাটন এবং পূর্বাণী হোটেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, ২১ আগস্টের পর এ পর্যন্ত তাদের অনেক রিজার্ভেশন বাতিল হয়েছে। ‘হোটেলেরে যে সব বিদেশী অবস্থান করছিলেন তাদের অনেকেই নির্ধারিত সময়ের আগে বাংলাদেশ ছেড়েছেন।’

হোটেল শেরাটনের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন মার্কেটিং কর্মকর্তা গতকাল ভোরের কাগজকে একথা বলেন। ব্যবসায়িক কৌশলের কারণে গ্রেনেড হামলার পর এ পর্যন্ত কতোটি রিজার্ভেশন বাতিল হয়েছে সে বিষয়ে কিছু না জানালেও তিনি বলেন, ঐ ঘটনার পর আমাদের ব্যবসা ৫০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। তিনি জানান, আমাদের ক্যাটারিং প্রোগ্রামও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সব মিলিয়ে বিশাল অঙ্কের অর্থ ক্ষতি হয়েছে বলে তিনি জানান। ২১ আগস্টের পর সিএনএন, বিবিসিসহ বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে গ্রেনেড হামলার খবর সারা বিশ্বের মানুষ জেনে যায়, ফলে আতঙ্কিত হয়ে অনেকেই তাদের পূর্বনির্ধারিত বাংলাদেশ সফর বাতিল করেছেন বলে ঐ কর্মকর্তা মন্তব্য করেন।

হোটেল সোনারগাঁওয়ের একজন মার্কেটিং কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ইতিপূর্বে দেশের অন্যান্য স্থানে বোমা হামলার ঘটনা ঘটলেও হোটেলেরে বিদেশী ব্যক্তি ও প্রতিনিধিদলের পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচিতে কোনো প্রভাব পড়েনি। কেউ হোটেল ছেড়ে যাননি বা রিজার্ভেশন বাতিলও করেননি। কিন্তু ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলা এবং পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের কারণে একদিকে যেমন পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি বাতিল করছেন সংশ্লিষ্টরা তেমনি কর্মসূচি বা সফর কাটছাঁট করে অনেকে এদেশ ত্যাগ করছেন। হোটেল শেরাটনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে গ্রেনেড হামলার পর মাত্র ২ দিনে তাদের ১৫টি কর্মসূচি হয় কাটছাঁট নয় বাতিল হয়ে গেছে। এ ছাড়া বাতিল হয়ে গেছে ২২টি রিজার্ভেশন। সংশ্লিষ্ট হোটেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, বিদেশী-ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের অনেকেই ১০ থেকে ১৫ দিন হোটেলেরে থাকার জন্য বুকিং দিয়ে রাখলেও ২১ আগস্টের পর প্রতিদিনই কেউ না কেউ বুকিং বাতিল করে দেশে ফিরে যাচ্ছেন।” [নিচের অংশ ভোরের কাগজ থেকে নেয়া হয়েছে](#)